SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

সাংখ্য দর্শনে সৎকার্যবাদ

সুতপা দাস, গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনের দুটি মূল তত্ত্ব-পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি হল জড় এবং পুরুষ হল চেতন সত্ত্বা। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কার্য-কারণের সতত প্রবাহ। এর মূল কারণ থাকা আবশ্যক। সাংখ্য দার্শনিকরা পুরুষকে কোনো কার্যের কারণ হিসেবে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে নিত্য চৈতন্য পুরুষ কার্যও নয় কারণও নয়, অনুভয়াত্মক অর্থাৎ "ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ"[1]। কার্যকারণ শৃঙ্খলায় মূল কারণ হিসাবে সাংখ্য দার্শনিকরা প্রকৃতিকে স্বীকার করেছেন-"মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্"[i]। সাংখ্যদর্শনে মোট 25টি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্যমতে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন প্রথম তত্ত্ব হল মহৎ বা বুদ্ধি তত্ত্ব। মহৎ থেকে উৎপন্ন হয় অহংকার তত্ত্ব। অহংকার তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় অন্তরিন্দ্রিয় মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), এবং পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)। এই পঞ্চতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্)। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতি বাদে এই 23টি তত্ত্ব মূল প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয়।

সাংখ্য দার্শনিকদের মতে জগতের মূল কারণ প্রকৃতি বা প্রধান থেকে যেমন এই জগতের সৃষ্টি তেমন জগতের লয়ও এই প্রধানেই সঙ্ঘটিত হয়। অর্থাৎ, সৃষ্টিকালে যেমন অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ব্যক্ত মহদাদি কার্য সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রলয়কালে মহদাদি কার্য প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের ফলকেই সৎকার্যবাদ বলা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা হয়েছে-"নাঽবস্তুতো বস্তুসিদ্ধিঃ"[ii]

[1] "মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ"।। সাংখ্যকারিকা-৩ নং শ্লোক

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

অর্থাৎ অবস্তু থেকে কখনোই বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে না। "সতঃ সৎ জায়তে"[iii] অর্থাৎ সৎবস্তু থেকেই সৎবস্তু উৎপন্ন হয়।

ভারতীয় দর্শন চিন্তায় বিভিন্ন দার্শনিকগণ কার্যকারণ সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন সেগুলি হল-কার্য কারণের স্বরূপ কি? কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নাকি অভিন্ন? অথবা কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণ এর মধ্যে কি বিদ্যমান থাকে? কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে কার্যটি অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে বলে যারা মনে করেন তারা সৎকার্যবাদী। অপরপক্ষে যারা কার্যকে উৎপত্তির পূর্বে কারণে বিদ্যমান থাকে বলে মনে করেন না তারা অসৎকার্যবাদী। অসৎকার্যবাদীর মতে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ। অর্থাৎ কার্য স্বীয় কারণে বিদ্যমান থাকে না। কার্য এক নবীন সৃষ্টি। যদি ঘট মৃত্তিকাতে পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকে তাহলে কুম্ভকারের মৃত্তিকা থেকে ঘর তৈরির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। অসৎকার্যবাদীদের মতে কার্য কারণ থেকে ভিন্ন এবং কারণে কার্যের অভাব থাকে। তবে বিশেষ কারণ থেকেই কার্য উৎপন্ন হয়। নৈয়ায়িকরা এই বিষয়কে স্বভাবের অধীন বলেছেন।

সাংখ্যদার্শনিকগণ সৎকার্যবাদ স্বীকার করেছেন। সৎকার্য্যবাদের সৎ কথাটি এসেছে অস্ ধাতুর সঙ্গে শতৃ প্রত্যয় যুক্ত করে। অস্ ধাতুর অর্থ থাকা। যা নাকি সব সময় থাকে তাই সৎ। "যৎ অস্তীতি প্রতীতিবিষয়ং তৎ সৎ" যা আছে বলে জ্ঞান হয় তা হল সৎ। আছে এই জ্ঞান প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। সৎ ও সত্য তুল্য কথা। সদ্বিপরীতের নাম অসৎ বা অসত্য। অপরদিকে অভাব বা অসত্যের নিজের রূপ নেই, আখ্যা নেই, অস্তিত্বও নেই। যথা-বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি। আর 'কার্য্য' কথাটি এসেছে কৃ ধাতুর সঙ্গে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় যুক্ত করে। কৃ ধাতুর অর্থ কাজ করা। বাদ কথাটির ব্যুৎপত্তি হল-বদ্+ঘঞ্। 'বাদ' কথাটির আভিধানিক অর্থ বিতর্ক। এখানে 'বাদ' কথাটি একটি বিশেষ মতবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, 'সৎকার্য্যবাদ' কথাটির অর্থ হল-কার্য্য 'সৎ' আকারে সব সময়ই নিহিত থাকে তার কারণের মধ্যে।

সাংখ্যমতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ, কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। এই মতে কার্য কোন নতুন সৃষ্টি নয়। দুগ্ধ থেকে দধি উৎপন্ন করার সময় দুগ্ধই দধি রূপে অভিব্যক্ত হয়। তিলের মধ্যে

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

তৈল অব্যক্ত অবস্থায় থাকে বলে তিল থেকে কার্যরূপে তৈলেরই অভিব্যক্তি হয়। কার্য যদি অসৎ হয় তাহলে প্রযত্ন করলেও তার প্রাপ্তি সম্ভব হবে না। যেমন "ন হি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি পীতং কর্তুং শক্যতে"[iv]। আচার্য শংকর কার্যকে কারণ থেকে অনন্য বলেছেন। যখন কারণ সৎ তখন কার্য অসৎ হতে পারে না। "যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, না তত্ততঃ উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরনন্যত্বাৎ উৎপন্নম্ অপি অনন্যদ্ এব কারনাৎ কার্যমিত্যবগম্যতে"।[v]

সাংখ্যকারিকায় সৎকার্যবাদের অর্থাৎ কারণব্যাপারের পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে-

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্যম্"।।[vi]

প্রথম যুক্তি-"অসদকরণাৎ"[vii]। সাংখ্যবাদীর মতে অসৎ কোন কার্যের কারণ হতে পারে না অর্থাৎ অসৎ হল অকরণ। অসতের অর্থ অবিদ্যমান অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই। তাই অসতের কোন বস্তুকে উৎপন্ন করার সামর্থ্য নেই। অকরণের দ্বারা উৎপত্তির অনস্তিত্ব বোঝায়। যেমন-শশশৃঙ্গ অসৎ। এটা থেকে কোন বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। অর্থাৎ, যদি কারণে কার্যের অভাব হয়, তাহলে কারণ থেকে কখনও কার্যের উৎপত্তি সম্ভব নয়।[2] কোনো কারণ থেকে সেই সম্বন্ধী কার্য তখনই উৎপন্ন হয় যখন কার্য উৎপত্তির পুর্বে কারণে বিদ্যমান থাকে।

[2] অসৎ চেৎ কারণব্যাপারাৎ পুর্বং কার্যম্, নাস্য সত্ত্বং কর্তুং কেনাপি শক্যম্। বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা-৯।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

দ্বিতীয় যুক্তি হল-"উপাদানগ্রহণাৎ"[viii]। এখানে ভাব হলো তাদাত্ম্য বা স্বরূপ। অর্থাৎ কার্য তার নিজের উপাদানকারণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। যেমন-মৃত্তিকা থেকেই ঘট, তন্তু থেকেই পট, এবং দুগ্ধ থেকে দধি প্রাপ্ত হয়[3]। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক কার্য উৎপত্তির পূর্বে স্বকারণে বিদ্যমান থাকে।

তৃতীয় যুক্তি দেওয়া হয়েছে-"সর্বসম্ভবাভাবাৎ"[ix]। সকল কারণ থেকে সকল কার্যের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন-তৃণ-ধূলি-বালুকাদি থেকে রৌপ্য-স্বর্ণ-মণিমুক্তাদি কখনো উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ যদি কারণে কার্য অবিদ্যমান থাকে, তাহলে যে কোনো কারণ থেকে যেকোনো কার্য উৎপন্ন হতো। সুতরাং, কার্য যার সাথে সমন্বিত হয় সেই কারণ থেকে উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ যুক্তি-"শক্তস্য শক্যকরণাৎ"[x]। শক্ত (শক্তিসম্পন্ন) কারণ থেকে শক্যবস্তু উৎপন্ন হতে দেখা যায়। যা থেকে বলা যায় কারণই কার্যের সত্তা অব্যক্ত রুপে বিদ্যমান থাকে। যেমন-দুধ থেকেই শক্য দই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন কারণ কার্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, তাই উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, সৎ-এর সাথে অসৎ-এর সম্বন্ধ সম্ভব নয়।

পঞ্চম যুক্তি দেওয়া হয়েছে-"কারণভাবাচ্চ"[xi]। এখানে ভাব হলো তাদাত্ম্য বা স্বরূপ। অর্থাৎ কার্যকারণের তাদাত্ম্য সম্পূর্ণ বা অভেদ সম্বন্ধে থাকে। যথা-পট তন্তু থেকে ভিন্ন নয়। সুতরাং কার্য কারণের ব্যক্তাবস্থা, কারণ হল কার্যের সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থা। সুতরাং, উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্যের বিদ্যমানতা স্বীকার করতে হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কার্য যে কারণাত্মক তার পক্ষে প্রমাণ কি? সাংখ্যমতে কার্য ও কারণ এর মধ্যে অভেদ সম্পর্ক । বাচস্পতি মিশ্র কার্য ও কারণ এর অভিন্নতা বিষয়ে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছেন-

[3] উপাদানানি কারণানি, তেষাং গ্রহণম্ কার্যেণ সম্বন্ধঃ। বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা-৯।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

১. কার্য উপাদানকারণ থেকে ভিন্ন নয়। যেমন-পট তার উপাদানকারণ তন্তু থেকে ভিন্ন নয়। যে বস্তু যা থেকে ভিন্ন, সেটা তার উপাদান কারণ নয়। যেমন-গো অশ্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় কখনও অশ্বের উপাদান কারণ হতে পারে না[4]।

২. কার্য কারণের মধ্যে উপাদান ও উপাদেয় রূপ সম্বন্ধ রয়েছে। তাই কার্য ও কারণ অভিন্ন। যে সমস্ত বস্তু পরস্পর পরস্পরের থেকে ভিন্ন তাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয় ভাব থাকতে পারে না। যেমন-ঘট ও পট পরস্পরের থেকে ভিন্ন হওয়ায় এদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয় ভাব অনুপস্থিত। অপর দিকে তন্তু ও পটের মধ্যে উপাদান-উপাদেয় ভাব রয়েছে। তাই বস্ত্র ও তন্তু অভিন্ন[5]।

৩. কার্য ও কারণকে সংযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যে সমস্ত পদার্থ ভিন্ন তাদের মধ্যে সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন বৃক্ষ ও পুষ্করিণী। আবার ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন স্থানে অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। যেমন হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বত। অপর পক্ষে বস্ত্র ও উপাদান তার তন্তু অভিন্ন হওয়ায় এদের মধ্যে সংযোগ বা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান দেখা যায় না[6]।

৪. পরিমাণের দিক থেকেও কারণের অপেক্ষা কার্যের গুরুত্ব ন্যূন বা তার অধিক নয়। যে সকল বস্তু পরস্পর পরস্পরের থেকে ভিন্ন তাদের মধ্যে ন্যূনাধিক গুরুত্ব রূপ অবস্থা দেখা যায়। যেমন-এক তোলা

[4] ন পটস্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে, তদ্ধর্মত্বাৎ। ইহ যদ্ যতো ভিদ্যতে তত্তস্য ধর্মো ন ভবতি, যথা গৌরশ্চস্য। ধর্মশ্চ পটস্তন্তূনাং তস্মান্নার্থান্তরম্।-বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা-৯।

[5] উপাদানোপাদেয়ভাবচ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ, যয়োরর্থান্তরত্বং ন তয়োরুপাদানোপাদেয়ভাবঃ, যথা ঘটপটয়োঃ। উপাদানোপাদেয়ভাবশ্চ তন্তুপটয়োঃতস্মান্নার্থান্তরত্বম্।-বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা-৯।

[6] ইতশ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ, সংযোগাপ্রাপ্ত্যভাবাৎ, অর্থান্তরত্বে হি সংযোগো দৃষ্টো যথা কুণ্ডবদরয়োঃ, অপ্রাপ্তির্বা যথা হিমবদ্‌বিন্ধ্যয়োঃ। ন চেহ সংযোগাপ্রাপ্তী, তস্মান্নার্থান্তরত্বমিতি।-বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা-৯।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

সোনার ওজন অপেক্ষা দুই তোলা সোনার ওজন অধিক। এর জন্য বস্ত্র ও তন্তু অভিন্ন হওয়ায় বস্ত্রের ওজন তার উপাদান তন্তুর ওজনের থেকে ন্যূনাধিক নয়[7]।

এর বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে তন্তুগুলি কারণ এবং পটটি কার্য। কিন্তু তন্তু ও পটের মধ্যে যদি কোন ভেদ না থাকে তাহলে, কার্য পট থেকে কারণ তন্তু উৎপন্ন হয়েছে এ কথা কেন বলা হয়। তাহলে তো দুটি ভিন্ন বস্তুরই উল্লেখ করা হল। পট ও তন্তু যদি ভিন্ন না হত তাহলে তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ কি করে হতো? সম্বন্ধ হতে গেলে অন্তত দুটি সম্বন্ধীর প্রয়োজন হয়, একটিতে হয় না। এছাড়াও তন্তু আর পট যদি অভিন্নই হবে তবে তন্তু দ্বারা কিছু আবৃত করা যায় না অথচ পট দিয়ে হয় কেন? আবার পটটি ছিঁড়ে গেলে সুতো বের হয় তখন বস্ত্রটি ছিন্ন হলেও কিন্তু তন্তুগুলো অক্ষত থাকে। তন্তু ও পট যদি অভিন্ন হয়, তাহলে কার্যকারণের একটি ছিন্ন হলে অপরটি অক্ষত রয়েছে এরকম স্ববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে হয়।

বাচস্পতি মিশ্র তাঁর তত্ত্বকৌমুদী টীকায় বলেছেন-কূর্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যখন তার পৃষ্ঠাবরণের থেকে নির্গত হয় তখন আমরা বলি না যে ওই অঙ্গ গুলি উৎপন্ন হল। আবার যখন কূর্মের শরীরে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি প্রবেশ করায় তখনও বলি না যে সেগুলি ধ্বংস হলো। গীতায় বলা হয়েছে-"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"।[xii] সাংখ্যকার মতে কার্যটি উৎপন্ন হওয়ার অর্থ কারণ প্রকৃতিতে যা অব্যক্তরূপে ছিল তা কার্যে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হলো। কার্যের ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো তা প্রকৃতিতে বিলীন হল।

সৎকার্যবাদের দুটি রূপ-পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। বস্তুর পরিবর্তনই হল পরিণাম বা বিবর্ত। এই পরিবর্তন বস্তুতে হয় না, বস্তু স্বরূপে হয়। এই পরিবর্তনকে সাংখ্য দার্শনিকরা 'পরিণামবাদ' বলেছেন

[7] ইতশ্চ পটস্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে, গুরুত্বান্তরকার্যাগ্রহণাৎ। ইহ যদ্যস্মাদ্ভিন্নং তস্মাত্তস্য গুরুত্বান্তরকার্যং গৃহ্যতে, যথৈকপলিকস্য স্বস্তিকস্য যো গুরুত্বকার্যোঽবনতিবিশেষস্তস্মাদ্ দ্বিপলিকস্য স্বস্তিকস্য যো গুরুত্বকার্যোঽবনতিভেদোঽধিকঃ। ন চ তথা তন্তুগুরুত্বকার্যাৎ পটগুরুত্বকার্যান্তরং দৃশ্যতে। তস্মাদভিন্নস্তন্তুভ্যঃ পট ইতি।-বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা-৯।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

এবং বেদান্ত দার্শনিকরা 'বিবর্তবাদ' বলে পরিভাষিত করেছেন। অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি হয়ে ধর্মান্তরের উৎপত্তি হলে তাকে পরিণাম বলা হয়। যোগদর্শনে বলা হয়েছে-"অথ কোঽয়ঃ পরিণামঃ, অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ"[xiii] । বেদান্ত পরিভাষাকার পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ এই প্রকারে পরিভাষিত করেছেন-"পরিণামো মামোপাদান-সমসত্তাক-কার্য্যাপত্তি:। বিবর্ত্তো নামোপাদান-বিষমসত্তাক-কার্য্যাপত্তি:"।[xiv]

প্রত্যেক তত্ত্ব বা বস্তুর স্বরূপকে ধর্ম বলা হয়। এই ধর্ম পরিবর্তনশীল, প্রত্যেক ব্যক্ত বা অব্যক্ত তত্ত্বে এই ধর্ম সতত পরিবর্তন হয়। যেমন-দুধ থেকে উৎপন্ন দইয়ে কিংবা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন ঘটে ধর্মের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন তাত্ত্বিক পরিবর্তন। পরিণামবাদ অনুসারে কার্য হলো কারণের পরিণাম। তবে এই পরিণাম বা রূপান্তর হলো তাত্ত্বিক রূপান্তর। কারণই কার্যরূপে পরিবর্তিত হয়। বস্তুর ধর্মের এই ক্রিয়াকে সাংখ্যদর্শনে পরিণামবাদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে সাংখ্যাচার্যগণ সৎকার্যবাদ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছেন। অদ্বৈত বেদান্তে এই রূপান্তর বা পরিবর্তনকে বিবর্ত নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবর্তবাদে কার্যকে কারণে তাত্ত্বিক রূপান্তর হিসেবে না মেনে প্রতিভাষিক বা আভাষমাত্র হিসাবে স্বীকার করা হয়, এই অনুসারে কার্য কারণে আভাষ মাত্র। যথা- শুক্তিতে যেমন রজতের কিংবা রজতে সর্পের আভাস হয়, সেই প্রকার অজ্ঞানবশতঃ সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মে এই জগৎপ্রপঞ্চ ভাষিত হয়। শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত বিবর্তবাদের সমর্থক। বস্তুতঃ শংকরাচার্য এই জগৎকে ব্যবহারিক সত্তা বলে উল্লেখ করেছেন। এই সত্তা সংসারাবস্থা বা অজ্ঞানাবস্থা পর্যন্ত বিদ্যমান। ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগতের নশ্বরতার জ্ঞান হয় এবং এই জগৎ তুচ্ছ প্রতীত হয়। এই পরিস্থিতিতে জগৎকে অসৎ বলা সম্ভব নয়। কারণ অজ্ঞান অবস্থাতে এর প্রতীতি হয়। অসৎতের প্রতীতি কখনো হয় না। এই কারণে অদ্বৈত বেদান্ত মতে কার্য কারণের বাস্তবিক রূপান্তর নয়, বিবর্ত মাত্র। অর্থাৎ, এই প্রপঞ্চময় জড়জগৎ চিৎ স্বরূপে ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র। জগৎরূপ কার্যের স্বরূপ বিচার করার অভিপ্রায় হল-যদি কার্যের প্রতীতি কোন না কোন রূপে হয়, তাহলে তার কারণ থাকা আবশ্যক। সাংখ্যমতে এই কারণ হলো প্রকৃতি এবং বেদান্ত মতে এই কারণ হলো ব্রহ্ম আশ্রিত মায়া।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

সাংখ্যমতে কারণ দুই প্রকার-নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। মৃত্তিকারূপ উপাদান ঘটরূপ কার্যের অভিব্যক্তি হওয়ায় সময় দণ্ড, চক্র,সলিল, প্রভৃতির উপযোগিতাও আমরা লক্ষ্য করে থাকি। আমরা এক্ষেত্রে মৃত্তিকা উপাদান কারণ এবং দণ্ড,চক্র,সলিল প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ রূপে অভিহিত হয়।

সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে অনেকে যুক্তি প্রদান করেছেন যদি কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে ব্যাপ্ত থাকে তাহলে কার্যের উৎপত্তি কিভাবে সম্ভব? এই আশঙ্কার সমাধানে বলা হয় কারণ ও কার্য অভিন্ন হয় তখনই যখন কারণ ও কার্যের প্রয়োজনও অভিন্ন হয়। সাংখ্যের সমগ্র দর্শন সৎকার্যবাদের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতি থেকে মন, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, ইত্যাদি তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সৎকার্যবাদ স্বীকার না করলে এই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রকৃতিরূপ কারণ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাংখ্যে সৎকার্যবাদের প্রতিপাদন করা হয়েছে। সাংখ্যের পরিণামবাদ উদ্দেশ্যহীন নয়। পুরুষের মোক্ষ সাধনই এর লক্ষ্য।

তথ্য সূত্র :

[i] সাংখ্যসূত্র-১/৬৭, সাংখ্যদর্শন, মহর্ষি কপিল, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ, কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ২০২১, পৃ.-২৫

[ii] সাংখ্যসূত্র-১/৭৮, সাংখ্যদর্শন, মহর্ষি কপিল, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ, কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ২০২১, পৃ.-২৯

[iii] সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা-৯, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কলকাতাসংস্কৃত : পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

[iv] সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা-৯, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কলকাতাসংস্কৃত : পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.-৯৩

[v] ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য-২/১/১৬, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, বেদান্তদর্শনম্)দ্বিতীয় অধ্যায়(, কলকাতাউদ্বোধন : কার্যালয়, ২০২১, পৃ.-১১০

[vi] সাংখ্যকারিকা-৯, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কলকাতাসংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার :, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.-৯০

[vii] তদৈব

[viii] তদৈব

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

[ix] তদৈব

[x] তদৈব

[xi] তদৈব

[xii] শ্রীমৎভগবৎগীতা-২/১৬, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক অনুদিত ও ব্যাখ্যাত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ.-১০৪

[xiii] পাতঞ্জল দর্শন-৩/১৩, পাতঞ্জল দর্শন, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫, পৃ.-১৮৭

[xiv] "পরিণাম হল উপাদান-সমসত্তাক আপদ্যমান (উৎপদ্যমান) কার্য্য। বিবর্ত হল উপাদান-বিষম-সত্তাক আপদ্যমান (উৎপদ্যমান) কার্য্য"।-শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বেদান্ত পরিভাষা, পৃ.-৯৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আরণ্য, শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ। *সরল সাংখ্য যোগ* । মধুপুর (দেওঘর): কাপিল মঠ, ২০২৩।

গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র। *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* । কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

ঘটক, পঞ্চানন। *সাংখ্যদর্শন* । কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ; ২০০০, পুনর্মুদ্রণ; ২০১১।

ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র। *বেদান্ত পরিভাষা* । কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ; ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ; ২০০৪।

চক্রবর্তী, নীরদবরণ। *ভারতীয় দর্শন* । কলকাতা: দত্ত পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ; ১৯৯৭, পুনর্মুদ্রণ (নবম সংস্করণ); ২০০৭।

দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ। *সাংখ্য পরিচয়* । কলকাতা: অর্ফ্যান প্রেস, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

দুর্গাচরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। *সাংখ্য-দর্শনম্* । কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

দে, শ্রীগোকুল চন্দ্র। *সরল সাংখ্যদর্শন* । কলকাতা: শ্রী শম্ভুনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। *বেদান্তদর্শনম্ (প্রথম অধ্যায়)*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ; ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ, (১৪ সংস্করণ); ২০২১।

ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ। *সাংখ্যদর্শন* । কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, প্রথম প্রকাশ; ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৫।

ভট্টাচার্য, শ্রীপঞ্চনন। *বেদান্ত পরিভাষা* । কলকাতা: গুপ্ত প্রেস, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, শ্রীপঞ্চানন। *সাংখ্যদর্শন* । কলকাতা: বরাট প্রেস, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।

ভর্গানন্দ, স্বামী। *পাতঞ্জল যোগদর্শন* । কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ; ২০০৪, পুনর্মুদ্রণ (পঞ্চম সংস্করণ); ২০১৮।

Sastri, Acharya Udayvir. *Sankhya Darshanam*. New Delhi: Vijaykumar Govindram Hasanand, 2010.